দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 FEB 1989
পৃষ্ঠা 7 কলাম 5

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
026

ভাষা ও শিক্ষা

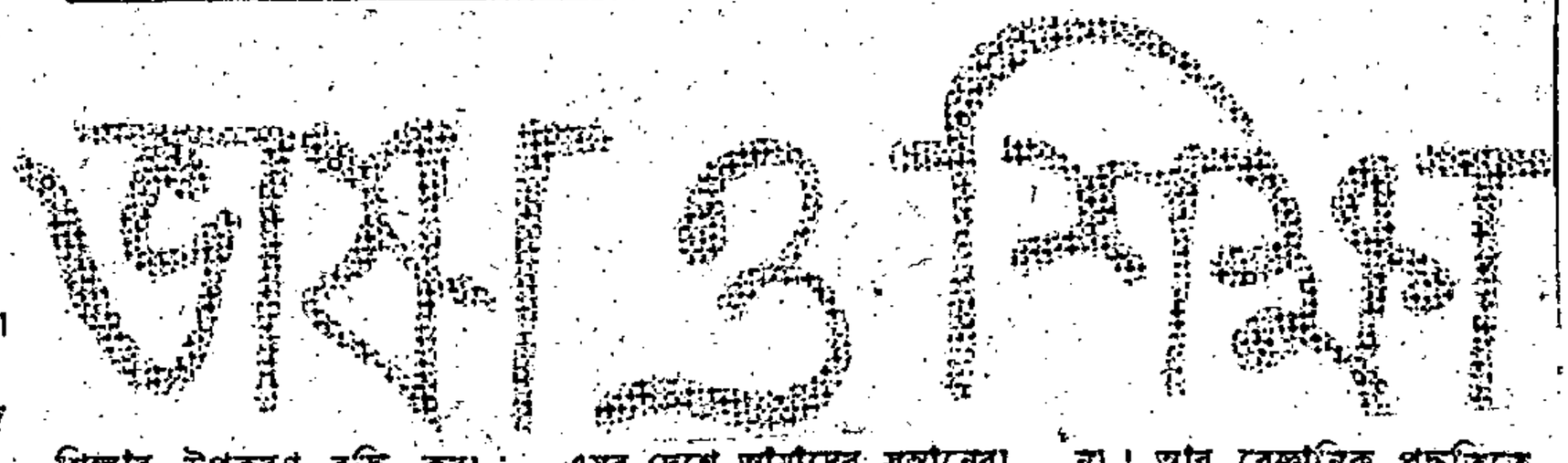

আনিসুজ্জামান

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কিত পুরোনো তর্কটা আবার নতুন করে ফিরে এসেছে। আমরা একদিকে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের কথা বলছি এবং সর্বস্তরে বাংলা প্রচলিত হয়নি বলে দুঃখ করছি। অন্যদিকে শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা মাধ্যম হওয়া উচিত কিনা, সে সম্পর্কে একটা সংশয় দেখা যাচ্ছে, এবং প্রাথমিক শিক্ষার একেবারে গোড়া থেকে ইংরেজি শিক্ষার আয়োজন শুরু হয়েছে।

মাতৃভাষাই যে শিক্ষার সকল স্তরের বাহন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে এত যোগ্য লোক এত যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছেন যে, তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক বিবেচনা করি। উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ্যবই লেখার একটা ধারা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথমে রাজকার্যের ভাষা ইংরেজি হয়ে ওঠায় এবং পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে অর্পিত হওয়ায় সে ধারা মন্দগতি হয়ে পড়ে। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যমেই মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে হতো। সুতরাং সে সময়ে বাংলায় স্কুলপাঠ্য বইয়ের চাহিদা একরকম থাকল না। তারপর যেই বাংলা ভাষা মাধ্যমিক পরীক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃত হলো, তখন এই পর্যায়ের পাঠ্য বইয়ের অভাব হলো না। তবে তার পরবর্তী স্তরের শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি রয়ে গেল।

আমরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলার মাধ্যম স্বীকার করলাম, তারপর ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত হলো। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা আর বাহন হয়ে উঠতে পারল না। উচ্চতর শিক্ষার মধ্যে সাধারণ শিক্ষার অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে আছে, চিকিৎসা, আইন, প্রকৌশল, কারিগরি ও কৃষি শিক্ষা আছে। এসব ক্ষেত্রের নানা বিষয়ে বাংলায় দু-চারটে পাঠ্যবই লেখা হয়েছে, তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। এই অপ্রতুলতার দায়িত্ব আমাদের বিদ্বজ্জনকে নিতে হবে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে বাংলায় উচ্চস্তরের পাঠ্যবই লেখার ব্যাপারে তাঁরা খুব আগ্রহ দেখাননি। শিক্ষকেরা কেউ কেউ ইংরেজি বই পড়েও বাংলায় বক্তৃতা দেন, কেউ কেউ ইংরেজিতেই বক্তৃতা দেওয়া সহজ মনে করেন। কমসংখ্যক ছাত্রই ইংরেজি বই পড়ে বাংলায় লিখতে সাহস করে। হয় তারা অপ্রতুল বাংলা বইয়ের ওপর নির্ভর করে, নয়তো ইংরেজি বইই মুখস্থ করতে বাধ্য হয়। এভাবে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা কার্যকর বাহন হয়ে উঠতে পারছে না।

এই সমস্যার সমাধান দু'ভাবে হতে পারে: একটি অবশ্য আরেকটির বিকল্প নয়। প্রথমতঃ বাংলায় উচ্চপর্যায়ের শিক্ষার উপকরণ বৃদ্ধি করা; দ্বিতীয়তঃ ইংরেজি বই পড়েও বাংলায় পঠন-পাঠন চালানো। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষার ওপরে আমাদের নির্ভরতা থাকবে, তাতে অগৌরবের কিছু নেই। কিন্তু বাংলায় বইপত্র ক্রমাগত লিখতে ও প্রকাশ করতে হবে। শুধু অনুবাদ নয়, মূলেই বাংলায় লিখতে হবে।

এক সময়ে বলা হতো, বাংলায় উপযুক্ত পরিভাষা নেই বলে বাংলায় বই লেখা যাচ্ছে না। এখন অনেকে বলছেন, সেই যখন ইংরেজি বই পড়তেই হবে, তখন আর বাংলা পরিভাষার প্রয়োজন কী? তারপর কেউ কেউ একটু এগিয়ে বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষার সাহায্য যদি নিতেই হয়, তাহলে সেই ভাষাই শিক্ষার বাহন হলে ক্ষতি কী?

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিদেশী ভাষা—যাকে আমরা দ্বিতীয় ভাষা বলছি, তা—শেখার আবশ্যকতা কেউ অস্বীকার করেন না। কিন্তু একে মাতৃভাষার জায়গায় শিক্ষার মাধ্যম করে তোলা যাবে না। বাংলা উচ্চশিক্ষার বাহন হলে দ্বিতীয় কোনো ভাষা আমরা শিখব না, এমন কথা নয়। ঠিক তেমনি, দ্বিতীয় একটি ভাষা শেখার প্রয়োজন আছে বলে বাংলাকে উচ্চশিক্ষার কার্যকর বাহন হতে দেবো না, তাও ঠিক নয়।

এখন মনে হচ্ছে, অনেকেই বাংলাকে উচ্চশিক্ষার বাহন হতে দিতে চান না। তাঁদের আরেক যুক্তি, বিলেত-আমেরিকায় তাঁদের সন্তানেরা কি করে পড়বে যদি এখন থেকেই ইংরেজি পাঠ্যবই পড়তে তারা অভ্যস্ত না হয়? আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ফ্রান্স, জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে এক বছর ভাষা অধ্যয়ন করে তারপর সেই মাধ্যমে পড়ছে, সেই ভাষায় অভিসন্দর্ভ লিখে ডিগ্রী নিয়ে আসছে। এসব দেশে আমাদের সন্তানেরা পড়তে যাবে। সেকথা চিন্তা করে আমরা ফরাসী, জার্মান রুশ শেখাবার প্রস্তাব করি না। অথচ ইংরেজি মাধ্যম না থাকলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, একথা আমরা অহরহ বলে বেড়াচ্ছি।

এই চিন্তা থেকে সম্প্রতি বাংলাদেশে ইংরেজি মাধ্যমের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আমাদের সংবিধানে একই মাধ্যমের অভিন্ন শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। অথচ আমরা এখন সরকারীভাবে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যবই অনুমোদন করতে শুরু করেছি। অচিরে ঐ মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাংলা মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার সমান্তরালে স্বীকৃতি দেওয়া হবে পরবর্তী যুক্তিসংগত পদক্ষেপ। তাতে করে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ খানিকটা অন্তরায় সৃষ্টি করা যাবে।

প্রাথমিক স্তরের শুরু থেকে ইংরেজি প্রবর্তনের পেছনেও একই ভাব কাজ করছে। দেশের সব ছেলেমেয়েকে যেখানে আমরা বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত করতে পারছি না, সেখানে তাদের দ্বিভাষিক বানানোর পরিকল্পনা অলীক মাত্র। তারপর এসব ছেলেমেয়েকে দীনিয়াত সড়তে হবে। তারা একই সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি ও আরবি (বিকল্পে হয়তো সংস্কৃত বা পালি) ভাষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে, এমন আশা দুরাশা মাত্র।

বলা হচ্ছে, আমাদের ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞান এত কমে গেছে যে, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও ইংরেজি যতটা জানা উচিত, তা তারা জানে না। তাই তাদের ইংরেজি পড়াবার ব্যবস্থা। কিন্তু তারা যে বাংলাও ভালো করে শিখছে না, তার প্রতিকার কী? আমাদের দেশে ভাষা শিক্ষাদানের প্রণালী এতই ত্রুটিপূর্ণ যে, মাতৃভাষাও আমরা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারি না। আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পড়লে এক বছরে বিদেশী ভাষা যতটুকু আয়ত্ত করা যায়, বছরের পর বছর ব্যয় করেও আমরা ততটুকু ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে পারি না। যেখানে ভালো করে বাংলা পড়াবার মতো শিক্ষক পাওয়া যায় না, সেখানে সারা দেশে প্রাথমিক স্তরে ঠিকমতো ইংরেজি পড়াবার লোক কোথায় পাওয়া যাবে?

দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি পড়াবার ব্যবস্থা থাক—কিন্তু এখন যাকে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা বলে থাকি, সেই পর্যায়ে তার সূচনা নিষ্প্রয়োজন। তা পড়াবার সময় না বাড়িয়ে পদ্ধতি বদল করা হোক। বাংলা ভাষাও যত্ন নিয়ে শিখতে ও শেখাতে হবে। কেননা, এটাই হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার বাহন। এর বিকল্প নেই।

বিকল্প যে নেই, সেকথাটা যেন ভুলতে বসেছেন আমাদের শিক্ষানীতির নির্ধারকরা। বিদেশী ভাষা তাঁদের মোহগ্রস্ত করছে। তাঁরা পেছনে ফিরে যেতে চাইছেন। কিন্তু মাতৃভাষা যে শিক্ষার সকল স্তরের মাধ্যম হওয়া উচিত, এ তো শুধু আবেগের কথা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্পর্কে যাঁদের আগ্রহ আছে পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন এটি প্রাকৃতিক বিধানের মতো এক অনিবার্য ব্যবস্থা।